সতর্কতা ঃ

- ট্রাক্টর দিয়ে চালানো বড় স্প্রেয়ার ব্যবহার করতে হবে। Micro Ulva অথবা Ulva Plus অথবা Ulva Mast স্প্রেয়ার ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
- স্প্রে করার সময় মাস্ক্, গ্লাভস্, গগলস্ পরিধান করতে হবে।
- সকাল ৭-১০ টা অথবা বিকাল ৫-৬ টার মধ্যে স্প্রে করা উচিত।
- স্প্রে করার আগে ফসল তুলে নিন অন্যথায় স্প্রে করার ৭-১০ দিন পর্যন্ত ফসল তোলা যাবে না।
- স্প্রে করার আগে গবাদীপশু এবং মানুষকে সেই এলাকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিতে হবে।
- একই কীটনাশক বারবার ব্যবহার করা যাবে না।

পঙ্গপালের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হতে যোগাযোগ করুন

কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
পুন্ডিবাড়ী, কোচবিহার
মোবাইল ঃ ০৮৬৩৭৫৪৬৫৯৬
ই-মেল ঃ coochbeharkvk@gmail.com

দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মাঝিয়ান, পতিরাম, দঃ দিনাজপুর
মেবাইল ঃ ০৯৭৩৩২৪০০৫৩
ই-মেল ঃ ddkvk.ubkv@gmail.com

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
চোপরা, উত্তর দিনাজপুর
মোবাইল ঃ ০৯৪৭৫১৬৪০৪৭
ই-মেল ঃ udpkvk@gmail.com

দার্জিলিং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
কালিম্পঙ, দার্জিলিং
ফোন ঃ ০৯৪৩৪৬১৯২৮৭
ই-মেল ঃ djkvk93@gmail.com

মালদা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
রতুয়া, মালদা
ফোন ঃ ০৭০৭৬৭০৭৭৮৬
ই-মেল ঃ maldakvk.ubkv@gmail.com

কৃষি সম্প্রসারণ অধিকরণ
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
পুন্ডিবাড়ী, কোচবিহার
ফোন ঃ ০৩৫৮২-২৭০৭৫৫
ই-মেল ঃ deeubkv@gmail.com

প্রকাশিত এবং প্রচারিত ঃ
কৃষি সম্প্রসারণ অধিকরণ
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
পুন্ডিবাড়ী, কোচবিহার

পঙ্গপাল

পঙ্গপাল ঘাসফড়িং এর মত দেখতে, তবে আকৃতিতে ঘাসফড়িং-এর তুলনায় মোটামুটি ৩-৪ গুন বড়। যখন একটা দুটো পরিলক্ষিত হবে তখন এদের শরীরের রং হালকা সবুজাভ হলুদ। ঝাঁক বেঁধে এলে এদের শরীর বিভিন্ন রঙ-এ রঙীন। এরা শুধু ক্ষেতখামার নয়, গাছপালা বা ঝোঁপঝাড় জঙ্গলেও থাকতে পারে।

পঙ্গপালের জীবন

- কিছুটা স্যাঁতস্যাতে বালি বা বালিযুক্ত হালকা মাটিতে এরা গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে।
- মোটামুটিভাবে মাটির ৫-১০ সেন্টিমিটার নীচে ডিমগুলি গুচ্ছাকারে থাকে।
- এক একটি স্থানে ৫০-৮০ টির মত ডিম থাকে।
- পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পঙ্গপাল তার জীবোদ্দশায় সর্বাধিক ৪০০ টি ডিম পাড়ার ক্ষমতা রাখে।
- মোটামুটি এক মাসের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। পাখনা অপরিণত থাকায় ছোটো অবস্থায় উড়তে পারে না, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। পূর্ণাঙ্গ পঙ্গপাল ভালো উড়তে পারে এবং ২.৫-৫ মাস পর্যন্ত বাঁচে।

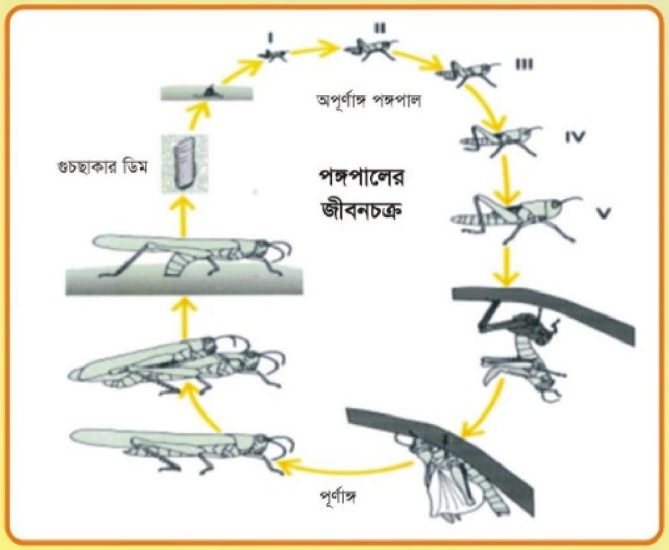

- যে কোন সবুজ ফসল, চারণভূমি, গাছপালা এদের খাবার।
- উপযুক্ত আবহাওয়া পেলে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে/দলবদ্ধভাবে এগোতে থাকে এবং এক বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এক একটি ঝাঁকে কমবেশী ৮০ লক্ষ সদস্য থাকে।
- একটি পূর্ণাঙ্গ পঙ্গপাল দিনে প্রায় ৩ গ্রাম করে খাওয়ার খায় এবং প্রমাণ আকারের একটি ঝাঁক বা দল দিনে প্রায় ৩৫,০০০ লোকের খাবার খেয়ে নিতে পারে।

- পঙ্গপালের ঝাঁক কোন জায়গায় অবস্থান করাকালীন সেখানকার সবুজ অংশ পুরোপুরি না খেয়ে তারা এগোয় না।
- মাঠের যে কোন ফসল এরা খেয়ে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়।

সতর্ক থাকুন, তৈরী থাকুন

- পঙ্গপাল সম্পর্কিত সঠিক তথ্য এবং ঝাঁকের অবস্থান জানতে নিকটবর্তী কৃষি দপ্তর, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র অথবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।
- জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন। শুধুমাত্র ফসলই নয়, জমির আশেপাশের গাছগাছালি, ঝোঁপঝাড় এবং আগাছাগুলিতেও নজর রাখুন।
- আক্রমনের প্রথম অবস্থায় ধাতব কিছু বাজিয়ে শব্দ করে বা বাজি পটকা ফাটিয়ে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এলাকার সবাই মিলে এই কাজটি একত্রে করতে হবে।
- যদি সম্ভব হয় তাহলে *Metarhizium anisopliae* (var. acridum) ৫ মিলি প্রতি লিটার জলে অথবা *Beauveria bassiana* ২ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে পঙ্গপাল আক্রমণের সম্ভাবনাময় এলাকায় স্প্রে করা যেতে পারে।
- পঙ্গপালের আসার সম্ভাবনা তৈরী হলে নীমজাতীয় কীটনাশক যেমন NSKE ৫-১০% অথবা Azadirachtin ১% ২-৩ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- হেক্টর প্রতি হাজার দশেকের মত অপূর্ণাঙ্গ অথবা একটি ঝোঁপে ৫-৬টি পূর্ণাঙ্গ পঙ্গপাল চোখে পড়লে সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।
- পঙ্গপালের ঝাঁক এসে গেলে আপনার ফসল বাঁচাতে নিম্নলিখিত কীটনাশকগুলির যে কোন একটি উল্লেখিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশকের নাম এবং মাত্রা ঃ

ক্রমিক	কীটনাশক	মাত্রা (প্রতি লিটার জলে)
১	ক্লোরান্ট্রানিলিপ্রোল ১৮.৫% এস.সি.	৩.০ মিলি/১৫ লিটার
২	ফিপ্রোনিল ৫% এস.সি.	১.০ মিলি
৩	ক্লোরোপাইরিফস ২৫% ই.সি.	২.৫ মিলি
৪	ক্লোরোপাইরিফস ৫০% ই.সি.	১.৫ মিলি
৫	ডাইক্লোরভস ৭৬% ই.সি.	২.৫ মিলি
৬	ডেল্টামেথ্রিন ২.৮% ই.সি.	১.৫ মিলি
৭	ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন ৫% ই.সি.	১.০ মিলি